

বগিত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন ঘটনাটি ঘটেছে সটেইছিল। বিশ্বে দুটি বিশিষ্ট বশক্ তরি ঘাঝে একটরি পরাজয় এবং বলিপ্ তটি বিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকের্ ড। এবং সবে ইতিহাস নর্ যতি হয়ছিলি আফগানগানদের হাতে। বলিপ্ ত সবে বিশিষ্ট বশক্ তটিছিল। সবে ভয়িতে রাশিয়া। আফগান যবে জাহদিগণ দীর্ ঘ ১০ বছরের যুদ্ ধে সবে ভয়িতে রাশিয়ার এতটাই অর্ থনতৈকি রক্ তক্ ঘরণ ঘটয়িছিলি যবে দেশেটির পক্ ষে তার বিশাল দহে নয়ি টেকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। সদনি জটিছিলি আফগান যবে জাহদিরা। সটেই তন্ য কনে দেশেরে সাথে কয়েলশিন করে নয়। সবে বজিয়ে ফলে ডজন খানকে স্ বাধীন রাষ্ ট্ রেরে জন্ ম হয়ছিলি। তখচ সবে ভয়িতে রাশিয়া চীনেরে যত জনসংখ্ যায় বিশ্ বেরে সবচেয়ে বড় দেশেটকি আদর্ শকি দখলে নয়িছিলি। দখলে নয়িছিলি ইউরোপেরে অর্ ধকে রাষ্ ট্ রকে।

এর পূর্ বেরে শতাব্দতি তথা উনবিশ শতাব্দতিও তারা আরকেটি বিশিষ্ট বকের্ ড গড়ছিলি। সটেইছিলি, সবে সঘয়েরে বিশ্ বেরে একমাত্ র বিশিষ্ট বশক্ তগি রটে ব্ রটিনেকে শেচনীয় ভাবে দুই বার পরাজতি করছিলি। একবার তে। হামলাকারবি ব্ রটিশি সনোদলকে সম্ পূ র্ ণ নশি চহি ন করে দয়িছিলি। পালয়িবে প্ রাণে বখেছিলি মাত্ র কয়কেজন। তখন তাদের জনসংখ্ যা আজকেরে বাংলাদেশেরে একটা জিলেরে সমানও ছিলি না। তখচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরেও বেশী জনসংখ্ যা নয়িবে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ১৯০ বছর ব্ রটিশিরে গেলামী করছে। আফগান যবে জাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্ যাট্ রকি করত য়েচছে। বিশিষ্ট বশক্ তরি উপর এটি হববে তাদের ত্ তীয় বজিয়। তারা পরাজতি করত য়েচছে শূ ধু মার্কনি বাহনীকে নয়, ন্ যাট্ রে সম্ মলিতি বাহনীকে। একবিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হববে আরকে নয়িবে রকের্ ড। পরাজয়েরে সবে ঘন্ টা বজে উঠছে পাশ্ চাত্ ঘেরে মডিয়াতে। ব্ রটিনেরে গার্ ডিয়ান পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট্ সাইমন জনেকনি স্ সটেই স্ স্ পুষ্ ট্ করে লখিছনে গত ২০ই আগষ্ ট্ রে সংখ্ যায়। তার মতে, আফগানসি তান ন্ যাট্ রে কনে ভবষ্ যি নহে। তারা যবে পরাজতি হ্ চছে তা নয়িবে আর সাযান্ যতম সন্ দহেও নহে। তার কথায়, মার্কনি যুক্ তরাষ্ ট্ র যদকি থাও আরকে ভয়িতে নাযেরে দকি দ্ রুত ধাবতি হয় সটেই আফগানসি তান। সমগ্ র বিশ্ বেরে লড়াকু জহিদিদেরে জন্ য বড় কাঙ্ খতি স্ থানটি প্রখন আর ইরাক নয়, সটেই আফগানসি তান। ন্ যাট্ রে পরাজয়েরে সবে স্ র ধ্ বনতি হয়ছে ব্ রটিনেরে ইনডপিনেডনে ট পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট্ রবার ট্ ফস্ ট্ করে লখোতেও। ২০০১ সালের অক্টে বেরে মার্কনি বাহনী দেশেটকি দখলে নলিও শূ রু তহে তারা ব্ বাত য়ে পারবে দেশেটকি নয়িন্ ত্ রণে রাখা তাদের একার পক্ ষে সম্ ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশেটকি নিয়িতন্ ত্ রণেরে দায়ভার চাপায় ন্ যাট্ রে উপর। ফলে হাজরি করে প্ রায ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সনৈ যক। এখন দাবী উঠছে, আরো সনৈ য চাই। বাড়তি সনৈ য সংখ্ যা বজিয়ে সম্ ভাবনা কি আদো বাড়াবে? পূ কুরে মাছেরে সংখ্ যা বাড়লে যমেন শকিরীর ম। স্ য শকিরে স্ বাধি হয় তমেনসি বাধি হববে তালবোনদেরে। সাবকে মার্কনি প্ রসেডিনে ট জমিকার টারেরে নরিাপত্ তা বধিয়ক পরামর্ শদাতা মবি ব্ রজেনিসি কবি লছনে, আফগানসি তানে সনৈ য বাড়িয়ে কনে লাভ হববে না। বরং এতে আফগানদেরে ক্ রে। খ বাড়বে।

হতাশা ফ্ টে উঠছে এমনকি আফগানসি তানে মার্কনি বাহনীর কমান্ ডারেরে সাম্ প্ রতকি বক্ তব্ যও। তনি বিলছনে, যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র ধ্ বংস ও পাক-আফগান সীমান্ ত দয়িবে তাদের তনু প্ রবশে বন্ ধ করত যবে না পারলে বজিয় অসম্ ভব। যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র বলতে তনি বি বায়িছনে পাকসি তানের সীমান্ ত প্ রদশে ও বলে চপি তনকে। কনি তু সটেই কি সম্ ভব? সটেই সম্ ভব নয় বলহে নশি চতি বলা যায়, আফগানসি তানে তাদের বজিয়ও অসম্ ভব। মার্কনি যুক্ তরাষ্ ট্ র তার নজি সীমান্ তে বিশাল উগ্ চ্ দেওয়াল ও বদে যু তকি তারেরে বডো দয়িবে প্ রতবিশী মকে স্কি। থকে বটেইনী তনু প্ রবশেকারদিদেরে প্ রবশে একে দিনেরে জন্ যও রু খতে পারনে। যবে যান্ য আটলান্ টকি বা প্ রশান্ ত মহাসাগর অতিক্ রম করত যবে তারা ক একটা দেশেরে সীমান্ তও অতিক্ রম করত যবে না? প্ রতবিছর হাজার হাজার মকে স্কিন প্ রবশে করছে যুক্ তরাষ্ ট্ রে। আর পাক-আফগান সীমান্ ত সমভূ মনিয়, সম্ দ্ র-ঘরোও নয়, বরং দুর্ গম পাহাড়-পর্ব ত ও বনজঙ্ গলে ঘরো। ফলে এ সীমান্ ত পাহারা দেওয়া অসম্ ভব। বহু হাজার মাইল বসি ত্ ত পাহাড়

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

পৰ্বতত্বে কৈ ন কৈ না দয়িত্বে কৈ কৰ্ভাবৈ প্ৰবশে কৰছৈ স্টেটিকিয়কে লক্ষ সীমান্ত প্ৰহৰী দয়িত্বেও কৰি থা সন্ভব? স্টেটিকি দখলদাৰে ব্ৰুশ বাহনী পাবনে। ভারত শাসনকালে ব্ৰটিশিৰাও পাবনে। ন্ৰাটো বাহনীও পাবছে না। তখচ ন্ৰাটো সৈ পাহাৰাদাৰিৰ দায়িত্ব চাপাচ্ছে পাকিস্তানৰে উপৰ। পাকিস্তানৰে সৈ অৰ্থবল, লোকবল, মনবল - কৈ নটাই নহৈ। ভারতৰে সাথৈ তাৰ নজিৰে সীমান্ত পাহাৰা দতিহৈ পাকিস্তান হমিসীম খাচ্ছে। সম্ৰত কিশাশ মীৰ অশান্ত হওয়ায় তাৰ দূশ্চিন্তা আৰে। বডেছে। ফলে তাৰা কনে নজি থৰচৈ আফগান সীমান্ত পাহাৰা দবি? এটি তৈ। আফগান সরকার ও মার্কনীদৰে কাজ। মার্কনীদৰে চাপে তাদৰে তনুগত বন্ধু জনোরলে মৌশাররফ তবুও বহু চেষ্টা কৰছে, কনি তু পাবনে। তখচ মৌশাররফৰে সৈ ব্ৰুথতা মার্কনী প্ৰশাসন মনে নতি পাবনে, বলছে মৌশাররফ একাজে আন্তৰিকি ছলি না। এখন তালবোনদৰে শক্ৰতি ব্ৰুধি জন্ৰ দৌষ চাপয়িছে। পাকিস্তানৰে সরকার ও তাদৰে গৈ মনে দা সংগঠন আইএসআইয়ৰে উপৰ। শেষেদকি ব্ৰুশ প্ৰশাসনৰে ক্ৰেভে এতটাই বডেছেলি যে মৌশাররফৰে অপসারণেও সায় দয়িছে। পাকিস্তানৰে অভ্ৰন তৰে নজিৰেই বহু বার বেমা ব্ৰুশ কৰছে এবং বহু নৰিপরাধ নৰিহ মানুষকে তালবোন বলে হত্যা কৰছে। আৰ এভাবে পাকিস্তানৰে রাজনীতকি আৰে। অস্ৰতিশীল কৰছে। পাকিস্তানৰে অভ্ৰন তৰে মার্কনী বেমা ব্ৰুশ পাকিস্তানৰে সার্বভৌমত্ব ব্ৰুভাবে লংঘতি হল। স্টেটিকি পাকিস্তানৰে যে কৈ ন সরকারৰে পক্ষ মনে নেওয়া অসন্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারৰে পক্ষ অত্ৰন কৰ্ঠন হযছে মার্কনীদৰে পক্ষ নেওয়া। এতে তালবোন বাহনীৰ রিক্ৰটমেন্ট ও সম্ৰথণ বডেছে প্ৰচন্ড ভাবে, এবং স্টেটিকি বাঘাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানৰে রণক্ৰেতে ব্ৰে। তালবোনৰা যে শুধু আফগানিস্তানৰে ৭০% দখলে নয়িছে তাই নয়, পাকিস্তানৰেও সীমান্ত প্ৰদশে ও বলে চি প্ৰতানৰে বশীল পাহাড়ী এলাকা নজি দখলে নয়িছে। পাকিস্তানৰে পুলিশি বা প্ৰশাসনৰে কৰ্মকৰ তাদৰে প্ৰবশে সথানে অসন্ভব। পাকিস্তান সনোবাহনীকেও যতে হয় হলেকিপ্ৰট্ৰ গানশপি ও ভার্কিয়ান নয়িছে। স্টেটিকি কয়কে দনিৰে দখল জময়িে রাখাৰ জন্ৰ।

ন্ৰাটোৰ ব্ৰুথতা প্ৰকট ভাবে প্ৰকাশ পয়েছে চলতি প্ৰতাহে। দেশেৰে গ্ৰামীন এলাকা যে হাতছাড়া হযে গেছে তা নয়িে এমনকি ব্ৰুশ-ব্ৰাউন-সারকে ঘী চক্ৰেও দ্ৰবিত নহৈ। এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনাৰ খাৰক ব্ৰটিনেৰে ডেইলী টেলিগ্ৰাফ ও তা নয়িে দ্ৰবিত কৰনো। তবৈ তাদৰে বশি বাপ ছলি, সয়গ্ৰ আফগানিস্তানৰে উপৰ নয়িন্ত্ৰণ না থাকলেও তন্ত্ৰ কাবুল ও তাৰ আশপোশেৰে এলাকাৰ উপৰ ন্ৰাটো নৰিপত্ৰা প্ৰতষ্টি কৰতে পৰেছে। এ সপ্ৰতাহে প্ৰমাণ হল, কাবুলেৰে অতিকিছোও তাৰা কতটা নৰিপত্ৰাহীন। পাশ্চাত্ৰ প্ৰচাৰ মাধ্ৰম ছবি ছাপছে, মৌটৰ সাইকলে, খেলা জপি চপে মৌজাহদিগণ কৰ্ভাবে কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়ে - যা পাকিস্তানে সীমান্তৰে দকিে যাওয়াৰ প্ৰধান সড়ক - তাৰ আশপোশে প্ৰকাশ্ৰে চলাফৰে কৰে। গত ১৭/০৮/০৮ তাৰখি কাবুল থেকে সামান্ৰ দূৰে ফ্ৰান্সৰে ১০ জন সনৈকিকে তাৰা হত্যা কৰছে এবং মারাৎ মক ভাবে আহত কৰছে ২১ জনকে। পৰদকিে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্ৰ ২০ মাইল দূৰে বশীল মার্কনী ষাটিকি ষাম্প সালমেৰে সম্ৰুথ ভাগে হামলা হযছে। নহিত হযছে ১৩ জন মারা মার্কনীদৰে জন্ৰ কৰতে, আহত হযছে আৰে ২২ জন। গত ৭ই জুলাই বশি ব্ৰুশ হযছে কাবুলেৰে ভারতীয় দ্ৰাবাপ। সৈ বেমা হামলায় মারা মায় ৪১জন।

তবৈ যতই বাডছে প্ৰতৰিে ততই মারমুখী হচ্ছে ন্ৰাটো বাহনী। গত ২০/০৮/০৮ তাৰখি মার্কনী বাহনী হৰিাত প্ৰদেশেৰে সনিদান্ৰ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি নাগরকিকে হত্যা কৰছে। নহিতদৰে মধ্ৰে ১১ জন মহলিা এবং ৫০ জন শশি। আৰ এ তখ্ৰ প্ৰকাশ কৰছে আফগানিস্তানৰে স্ৰব্ৰাট্ৰ দফতৰ। তবৈ আল-জাজিৰা স্ৰথনীয় ব্ৰুশ তদিৰে বৰাত দয়িে থবৰ দয়িছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনৰেও বেশী। এখন আৰ শুধু তদন্ত নয়, তাৰা দয়ি ব্ৰুশ তদিৰে শাস্তি দবি কৰছে। এৰ ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ট মার্কনী বমিন হামলায় নহিত হযছে ১২ জন বসোমরকি নাগরকি। একমাত্ৰ গত ৮ মাসেই তাৰা ১ হাজারেৰে বেশী বসোমরকি ব্ৰুশ তকিে হত্যা কৰছে। কথা হলো, এমন হত্যা পাগল মার্কনীৰা আফগানিস্তানকে গণতন্ত্ৰ ও উন নয়ন উপহাৰ দবি স্টেটিকি ক্ৰেটে বশি বাপ কৰবে? তন্ত্ৰ আফগানৰা স্টেটিকি আৰ বশি বাপ কৰে না বলহৈ এখন তাৰা তাদৰে থেকেই তাৰা ম্ৰুতি চায়। আফগানদৰে কাছে জীবন বাঞ্চনই এখন বড় ইস্ৰু হযে দাঙিছে।

বলা হযে থাকে, নজিয়ৰ্ক ও পনে টাগণে ২০০১ সালৰে ১ই সপ্টেম্ৰ বৰ যে হামলা হযছিল আফগানিস্তানে মার্কনী হামলাৰ পৰকিল্পনা হযছিলি তাৰপৰ। কথাটি ঠিকি নয়। পৰকিল্পনা হযছিলি নব্ৰুইয়ৰে দশকহৈ। একথা সত্ৰ, সৈ ভয়িতৈ রাশিয়ৰ

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

লড়াইয়ে যার কনি যু ক্তরাষ্ট্র র মজে জাহাদিদে সাহায্য করছেলি। তবে সে সাহায্য নশির ত্ব ছিলি না। তাদরে আশা ছিলি সে ভয়িতে রাশায়ির পরাজয়রে পর আফগানিস্তান তাদরে তানুগত থাকববে। কনি তু তালবোনদরে ক্তমতায় যাওয়ায় যার কনিদে সে প্তরত্যাশা পূরণ হয়নি। আর এ কারণে তাদরে অপসারণও যার কনিদে লক্ ষ্ য হয়ে দাংড়ায়। এবং সটে নিউয়র্কে হামলার বহু পূর্ বই। সটেকি কোন গেপন বসিয়ও ছিলি না। নডিজ উইক ও ওয়াশিংটন পে ষ্টে তা নয়ে একাধকি নবিন্ ধ ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন পে ষ্টে প্তরথম প্ ষ্টায় ছাপা হয়, সতাইএ সথোনে ১৯৯৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদে লক্ ষ্ য়ে কাজ করছিলি। ২০০১ সানরে ওরা তক্ টে বর ওয়াশিংটন পে ষ্টে থবর ছাপে, ক্ লিন্ টন প্তরশাসন এবং পাকিস্তানে প্তরধান মন্ত্ রী নওয়াজ শরীফ ১৯৯৯ সালই বনি লাদনেকে হত্ যার পরকিল্পনা করছেলি। কনি তু সটেসিম্ ভব হয়নি। তার আগই জনোরলে মজে শাররফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করনে। জনোরলে মজে শাররফ আর সে পরকিল্পনা নয়ে এগু যনি। ইংল্ যান্ ডে থেকে প্তরকাশতি জনেস ইন্টারন্যাশনাল স্কিউরিটির ২০০১ সালরে ১৫ই মার্চ প্তরকাশতি রপিরে টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও রাশায়ির সহযে গতি নয়ে যু ক্তরাষ্ট্র র তালবোন সরকাররে অপসারণে চেষ্টা করে। এ লক্ ষ্ য়ে পূরণে যু ক্তরাষ্ট্র র তাজকিস্তান ও উযবেকিস্তানে অবস্থতি তাদরে যাংটি থেকে নর্দার্ন অ্যালায়ন্সকে বপিল অস্ত্ র জেগাতে থাকে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভেম্ বর থবর দয়ে, তালবোন সরকার হটানে রে লক্ ষ্ য়ে সতাই এ বছে নয়ে মার্ কনি যু ক্তরাষ্ট্র রে সাবকে প্তরতরিক্ ষা উপদেষ্টা রবার্ট ম্ যাকফারলনেকে। তনি তালবোন বরিেষী সাবকে মজে জাহাদি নতো আব্দুল হক ও আহম্ মদ শাহ মাসুদকে বছে ননে এবং সে পরকিল্পনা হয়েছিলি টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার তনকে আগই। কনি তু মার্ কনিদে সে চেষ্টাও ব্ যর্থ হয়। কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকাররে হাতে। আহমদে শাহকে হত্ যা করতে সাহায্য করছেলি একজন আলজেরিয়ান মজে জাহাদি।

তন্ যদরে ঘাড়ে অস্ত্ র রখে উদ্ দেশে য সাধনই মার্ কনিদে প্তরথম প্তরায়েরটি। লক্ ষ্ য়ে, নজিদে তর ত্ ও রক্ তক্ ষয় কমানে। কনি তু তালবোনদরে বরিুধে সে কৌশল সফল হয়নি। ফলে নজিদেই নাঘতে হয়েছে। এবং সটেরি শুরু ২০০১ সালরে ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেনে টাগণ বধি বস্ ত হওয়ার ১ মাস পর। শুরু তই যেষা দয়িছিলি, হামলার লক্ ষ্ য়ে আল-কায়দা নতো বনি লাদনে ও তালবোন নতো মজে ল্ লা ওমররে গ্ রফেতার এবং আল কায়দাকে ধ্বংস করা। কনি তু বগিত প্তরায় ৭ বছরে সে লক্ ষ্ য়ে অর জতি হয়নি। এখন তাদরেকে গ্ রফেতার বা হত্ যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বেয়া ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবসি কারককে হত্ যা করে লাভ হয় না। তবে ন্ যাটে। বাহনী সফল হয়ে কয়েক লক্ ষ নরিপরাধ মানু ষ হত্ যায়। হাজার হাজার বেয়া ফলেছে বসত গৃহে, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্ র দেশে পরণিত হয়ে য়ে দুধক্ ষতে র। ৭ বছর লাগাতর য়ে দুধরে পরও ন্ যাটে। বাহনী দেশে উপর নয়িন্ ত্ রণ বাড়তে পারনে। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে য়ে নয়িন্ ত্ রণ ছিলি, ২০০৮ সালে তা নই। শূধু বড়িয়ে কবর, ধ্বংসপ্তুপ ও পণ্ড্ গু মানু ঘরে সংখ্ যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গে রেপ্তানগু লে। এগু লে। পরণিত হয়ে ন্ যাটে।-বর বরতার প্তরতীক্। ৭ বছর আগে য়ে নরিপত্ তা পতে এখন সে নরিপত্ তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন কিরাজখানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদরে ক্তমবর ধমান শক্ তবিধি ধরি কারণ জনসমর্থন। মাছ যমেন পানতি ইচ্ ছামত সাংতার কাটে মজে জাহাদিরাও তমেনা জনসমর্থনের কারণে অস্ত্ র কাংখে রাপ্তাঘাটে মু ক্তভাবে চলাফরো করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্ র জনগণকে। আফগানিস্তানে যত মু সলমি দেশে জনগণরে সর্ বাত মক্ সহযে গতি পতে হলে য়ে কোন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হতে হয়। তখন সে য়ে দুধে সাধারণ মু সলমান শূধু মখেথকি সমর্থনই দয়ে না; অর ত্ থ, সময় এবং রক্ তও দয়ে। রু শদরে বরিুধে সটেই প্তরমানতি হয়েছে। এখন আবার সটেই দ্ বতীয়বার প্তরমানতি হচ্ ছে। ইসলামে নছিক য়ে দুধ বলে কোন প্তরতশিব্ দ নাই। যটেই আছে সটেই হলো জ্ বহিদ। মু সলমানরে প্তরতটি কির মকে যমেন হালাল হতে হয়, তমেনা প্তরতটি য়ে দুধকে জ্ বহিদ হতে হয়। স্ যকে লার বা জাতীয়তাবাদী য়ে দুধে প্তরানদান দু রে থাক সামান্ য অর ত্ খদানেও ধর ম্প্রাণ মু সলমানরে আগ্ রহ থাকে না। এটি অপচয়। এমন য়ে দুধে য়ে গ দয়ে নছিক পশোদার বতেনভে গিও ধর ম্ তে আঙ গকিরশূ ণ য়ে স্ যকে লাররো। কনি তু জ্ বহিদ সর্ ব-মু সলমানরে। ধর ম্প্রাণ মু সলমান তখন দগিাদিকি থেকে ছুটে আসে পণ্ড্ গপালরে যত। তারা য়ে গ দয়ে নজি-খরচে। রু শ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানে জ্ বহিদে মজে জাহাদিরা ছুটে এসছেলি এশিয়া, আফ্ রিকা ও ইউরেপে দেশে গুলি থেকে। আফগানিস্তানে আজও সটেই হচ্ ছে। কারণ মু সলমি বশি বে এমন ব্ যক্ তদিরে সংখ্ যা কম নয় যারা নাযায-রে যা, হজ্ ব-যাকাতরে পাশাপাশি ইসলামরে সর্ বে চ্ চ ইবাদত জ্ বহিদে বশি দুধ ক্ ষতে রও থুংজে। এমন ক্ ষতে র পলে তারা নজি উদ্ য়ে গে উড়ে আসে। ভেগলকি বাধা কোন বাধাই নয়। এজন্ যই তালবোন

Written by ফরিদে জাহাঙ্গীর কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

বাহনীর লড়াইকে মৌজাহদিদের আভাব হচ্ছিল না। রুশ বাহনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহনী সমস্যা হল তারা ইসলামের আত্মমৌলিক বস্তুকেও বুঝতে পারেনি। একটামু সলিমি দেশে তামু সলিমি দখলদারি এবং গণহত্যা যা জুবহিদদের বিশুদ্ধ বৈধতা দিয়ে সোম্যান্ড জুগুন কিয়ার কনিদের আছে? এতজ্ঞতার কারণে বুঝতে পারেনা, আফগানিস্তানের জুবহিদকে কেনে আরব, পাকিস্তানী, চচেনে, উজবেকে বা উইগুর চাইনজি মৌজাহদি লড়ছে। ভাবছে, সন্তরাপী বলছে গালগিলাজ করলে বা গোলান তেনামে। বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তামু সলিমি দেশের ৭০ হাজার সৈন্য ন্যাটোর পতাকা তলে কাঁধে কাঁধ মলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তান। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে তন্য গোলার্ড ও বিশ্বে তন্য কণে থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভুলে কনো বাধাই সৃষ্টি করছে না। এখন প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ হলো। তাদের রাজনীতি, প্রতিক্রিয়া ও পররাষ্ট্রনীতি। এর আওতায় গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খৃষ্টবাদ। অথচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ, প্য়ান-খৃষ্টবাদ ও তার প্রতীক ন্যাটোর মৌজাহদি আফগানিস্তানে স্টেট প্রবল কাজ করছে স্টেটিলে। প্য়ান-ইসলামিজম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগোলিক সীমারখোর উর্ধ্বে উঠে যা প্য়ান-খৃষ্টবাদ লড়াই তারা লড়ছে স্টেট তাদের নছিক রাজনীতিনয়, পররাষ্ট্রনীতিনয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মার্কিন বাহনীর যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থনৈতিক। মধ্যপ্রাচ্যের তলে ও গ্যাসের খনিতে যাওয়ার জন্য তাদের রাষ্ট্রদরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের নব্য আবিষ্কৃত তলে ও গ্যাস খনি প্য়ান ৭৫% এখন মার্কিনীদের হাতে। সখলাভ মাদি বারা পরবিশেষে টি এ এলাকার তলে ও গ্যাস নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তারা তলে ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালবানদের ক্রমতায় থাকার কারণে স্টেট সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো। জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি তন্য তর। সৌভাগ্যে রাশিয়ার দখলদারি মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবহিদদের ইনস্ট্রাকশনে। সৌ ইনস্ট্রাকশন পরটির যা দৃষ্টি ছিল জুবহিদী চতেনার। ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ যা কেত শক্তিশালী স্টেটের প্য়ান তারা ময়দানে দৃষ্টি ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শ শক্তি হিসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদনি ছাড়া তুর্কি প্য়ান বৃকো আর কনো দেশে এত মৌজাহদি ও শহীদ ময়দা হয়নি। তাদের কনো ভৌগোলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষি মনুষ্য এখানে এক মৌজাহদি এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সৌভাগ্যে রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টার গটে রুপে বহু নিয়েছিল মার্কিন আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরোধ তালবানদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের সবার্থ ও মূল্যবোধের প্রত্যাশিত তারা হুমকি প্য়ান মনে করে। মুসলিম দেশগুলিতে ব্য়ভচারের প্য়ানদন্ড মলিবো, মদ্যপানে শাস্তি হিবো, নসিদি খ হিবো নাচগান, উল্গতা, বৌজাহনী হিবো সূদী শোষণ ও কায়কারবার - এমনটি তাদের কাছে গ্য়ান হিবো। কারণ এগুলেই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্রাজ্যের বিপ্লবী তার না হোক, তন্য এগুলিকে তারা বিশ্বে ময়ম করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব হটে হয়ে যায়। তারা চায়, বিশ্বে কনো আভিন্মানচতির আওতায় আনতে না পারলেও একটি আভিন্মান মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বিচরণত বিশ্বে ময়ম। তারা যখনো ময়মদ্যপান, ব্য়ভচার, সূদখেরীর ন্যায় আভ্যাসগুলে। সাথে নিয়েই যায়। বিশ্বে ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সগেল নিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাই নিরানন্দ হিবো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বিশ্বে ময়ম প্য়ান করার প্য়ানসকে বাধা প্য়ান করতে করছিল তালবানরা। শূন্য আফগানিস্তানে নয়, তন্য মনুষ্য মুসলিম দেশেও। তালবানদের উচ্ছদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরোধের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং স্টেট প্য়ান বসিয়েও ছিল না। মার্কিন প্য়ানসেডিনে ট জরুজ বৃশ এবং প্য়ান তন্য ব্য়ভচারি প্য়ান ময়ম ত্য়ী ব্য়ভচার বলছেলিনে, এটি হিলে। দুটামূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সৌ মূল্যবোধের বজিয়ে। একই যুক্তিতে প্য়ানসেডিনে ট পদপ্য়ান বারখী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। ব্য়ভচারি প্য়ান ময়ম ত্য়ী ব্য়ভচার বলছেন, আফগানিস্তান হলো। আসল ফ্য়ান টলাইন। একই মত ফ্য়ান সেরে প্য়ানসেডিনে ট ও জার্মান চ্য়ান সলেরেরেও। এভাবে এ যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একার যুদ্ধ থাকেনি। পরণিত হয়েছো ইসলামের বিরুদ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগতের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়েজে করতে গিয়ে প্য়ানসেডিনে ট বৃশের মূখ দিয়ে একবার ক্য়ানসেডে শব্দটিও বের হয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুর্তে বনি লাদেনকে হত্যা করা প্য়ানসেডিনে ট বিলো মৌজাহদি করা হলেও আজ আর স্টেট মূখো আনা হয় না। এখন স্টেট শরিয়ত আইনের উচ্ছদে, জুবহিদী ইসলামের বনিশ। তালবানদের অপরাধ শূন্য নয় যা তারা বনি লাদেনকে আশ্ৰয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত প্য়ানসেডিনে ট করতে করছিল। এবং জহোদকে বিশ্বে ময়ম করতে করছিল।

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শূন্য সাফরকি নয়; আদর্শকি এবং সাংস্কৃতিকি। ইসলামের মৌলিকি বশি বাসগুলে একে মৌলবাদ বলে সগেলে রাই বলিপ্তিচায়। ফলে তারা শূন্য বোমারু বমিয়ান, টাংক ও গেলোবারুদ নয়ই সখোনো হাজারি হয়নি, হাজারি হয়েছে শক্ তশিলী প্ রচার মাধ্ যম, স্ যকে লার মডলেরে স্ ক ল, মদ, অশ্ ললি ভারতীয় ও হলডিডরে ছায়াছবিও অসংখ্ য স্ যকে লার এনজিও নয়িও। এনজিওগ লে। বাংলাদেশেরে মহলিদরে যমেন রাস্ তায় নাময়িছে এবং লেনে দেওয়ার নামে স্ দ থাওয়ার ন্ যায় তত্ জঘন্ য হারাম কাজকে সংস্ ক্ তিবানয়ি ফলেছে স্ টে তারা আফগানস্ তানেও করতে চায়। ইসলাম এমনকি ইজ্ বরে ন্ যায় ফরয কাজেও মহলিদরে একাকী যতে দেয় না। অথচ এনজিও গুলিমহলিদরে একাকী গাছ পাহারায় নাময়িছে, দে কানো বসয়িছে। য়ে মূল্ যবো ধরে কারণে ঢাকা বা মূল্ বাইয়ে পততিব্ ত্ তি বা ব্ যভটিার যমেন শাস্ তি য়ে াগ্ য অপরাধ নয় বরং আইনসদি ধ্ একট্ পশো, স্ টে তারা আফগানস্ তানেও দেখতে চায়। আরো দশটিপণ্ যেরে ন্ যায় নারী দহেকেও সহজে কনো-বচোর পণ্ য়ে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে ব্ যভটিারদিরে পাথর মেরে হত্ যার কে রআন আইন অমানবকি। তালবোনদেরে পরাজয়রে পর বজিযী শক্ তি তাই য়ে ষণা দয়িছেলি, আর যাই হকো শরয়িতরে আইন তারা প্ রতষ্ ঠতি করতে দেবে না। হামলার লক্ ষ্ য য়ে নছিক বনি লাদনে ও মৌ ল্ লা ওমররে হত্ য়া নয় বরং ইসলামেরে বধিয়ান ও মূল্ যবো ধরে নরি মূল্ স্ টেই স্ দেনি প্ রকাশ পয়েছেলি। তাদের কথা, ইসলামকে জহিদমূ ক্ ত করতে হবো। কারণ, এ জহিদী চতেনাই পাশ্ চাত্ যেরে আধপিত্ য বস্ তিররে পথে বড় বাধা। জহিদী চতেনার শক্ তি তারা স্ বচক্ য়ে দেখেছে রাশয়ির বরি দু ধে। দেখেছে লবোননে। য়ে ইসরাইলী সাফরকি শক্ তিরি বরি দু ধে মশির, সরিয়ী ও জর্ দানরে মলিতি বাহনী এক সপ্ তাহ্ টকিতে পারনেসে ইসরাইলী বাহনীকে তনি সপ্ তাহ্ যাপী রু খছে হজিবুল্ লাহ। একই শক্ তিবলে হামাস ইসরাইলীদিরে বতিডিতি করছে গাজা থেকে। এ জ্ বাহিদী চতেনা-সম্ পন্ ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মু সলমানরো কনো ধরণরে অস্ ত্ র বানাবে বা ব্ যবহার করবে স্ টে য়ে মেন নরি ধারণ করতে চায় তমেন ইসলামেরে কনো শক্ ষাক্ গ্ রহন করবে বা বর্ জন করবে স্ টেও তারা নরি ধারণ করে দতি চায়। আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর যুদ্ধ কনো জাতয়িতাবাদী শক্ তিরি বরি দু ধে নয়, কনো জাতীয় সরকাররে বরি দু ধেও নয়। বরং স্ টেইলে। ইসলাম ও ইসলামি মূল্ যবো ধরে বরি দু ধে। এখাই তালবোনদেরে বড় সাফল্ য। পপ্রিলেও স্ টে পারনে। কাশ্ মরীরাও এ যাবত পারনে। (অবশ্ য কাশ্ মরীরা ইদানি জাতয়িতাবাদ ছুড়ে ইসলামেরে দকি আসছে। তারা এখন শ্ লে াগান দটি ছে 'আজাদীকা মতলব কয়ী? লা ইলাহা ইল্ লাল্ লাহ') অথচ তালবোনরা এ যুদ্ধকে ইসলাম ও অনসৈলামেরে যুদ্ধে পরণিত করছে। পরণিত করছে স্ যকে লারজিয ও জাতয়িতাবাদমূ ক্ ত এক নরি ভেজাল জ্ বহিদে। এমন যুদ্ধে মহান আল্ লাহও তাদের পক্ য়ে হয়ে যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়ছেলি। তালবোনদেরে বশি বাস, আল্ লাহর সাহায্ য ও বজিয তৌ এ পথেই স্ নশি চতি হয়। কথা হলো, ন্ য়াটোর বমিয়ানগুলে। আফগানদেরে অসংখ্ য বাড়ী-ঘর ও দে কানপাট গুড়য়ি দেতি পারলেও এ বশি বাসকে তাক করে ক্ একটিগে লাও ছু ড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮

আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর অত্ যাসন্ ন পরাজয়  
ফরিদে জে মাহবুব কামাল

বগিত একশত বছরেরে মানব ইতিহাসে সবচয়ে গ্ রু ত্ বপূ র্ ণ য়ে ঘটনাটি ঘটছে স্ টেইলে। বশি বরে দু টি বশি বশক্ তিরি মাঝে একটির পরাজয় এবং বলিপ্তি বশি শতাব্ দরি ইতিহাসে এটাই ছিল সবচয়ে বড় রকের ড। এবং স্ ইতিহাস নরি যতি হয়ছেলি আফগানগানদেরে হাতো। বলিপ্ত স্ বশি বশক্ তটিইলে। স্ ভয়িতে রাশয়ি। আফগান য়ে জাহদিগণ দীর্ য ১০ বছরেরে যুদ্ধে স্ ভয়িতে রাশয়ির এতটাই অর্ থনতৈকি রক্ তক্ যরণ ঘটয়িছেলি য়ে দেশটির পক্ য়ে তার বশাল দহে নয়ি টকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। স্ দেনি জতিছেলি আফগান য়ে জাহদিরা। স্ টেও অন্ য কনো দেশেরে সাথে কে য়লশিন করে নয়। স্ বজিযেরে ফলে ডজন

খানকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তখচ সোভিয়েত রাশিয়া চীনের মত জনসংখ্যা বর্ধিতের সবচেয়ে বড় দেশটিকে আদর্শকি দখলে নিয়েছিল। দখলে নিয়েছিল ইউরোপের অর্ধেক রাষ্ট্রকে। এর পূর্ববর্তী শতাব্দীতে তথা উনবিংশ শতাব্দীতেও তারা আরকেটি বিশিব রকের ডগড়ছিল। সটেছিলো, সে সময়ের বিশিবের একমাত্র বর্ধিতবশক্তিগ্ রটে বর্ধিতনেকে শেচনীয় ভাবে দুইবার পরাজিত করছিল। একবার তে। হামলাকারি বর্ধিতশি সনোদলকে সম্পূর্ণ নশিচহিন করে দিয়েছিল। পালিয়ে পরণে বেচেছিল মাত্র কয়েকজন। তখন তাদের জনসংখ্যা আজকের বাংলাদেশের একাট্রি জেলের সমানও ছিল না। তখচ তাদের চয়ে ৬০ গুণেরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশে উপমহাদেশে ১১০ বছর বর্ধিতশিরে গেলেমী করেছে। আফগান মাজাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্যাট্রিকি করতে যাচ্ছে। বিশিব-শক্তি উপর এটি হবে তাদের তৃতীয় বজিয়ে। তারা পরাজিত করতে যাচ্ছে শুধুমাত্র মার্কিন বাহনিকে নয়, ন্যাটোর সম্মিলিত বাহনিকে। একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হবে আরকে নয়। পরাজয়ের সেন্ টা বজে উঠছে পাশ্চাত্যের মডিয়াতে। বর্ধিতনের গার্ডিয়ান পত্রিকার প্ রখ্যা কলামিস্ট সাইমন জনেকনি সটেসি স্পৃষ্ট করে লিখেছেন গত ২০ই আগস্টে সংখ্যা। তার মতে, আফগানিস্তান ন্যাটোর কোন ভবিষ্যৎ নাই। তারা যে পরাজিত হচ্ছে তা নিয়ে আর সামান্য তম সন্দেহও নাই। তার কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর যদ্যকি থাও আরকে ভিয়েতনামের দকি দুট খাতি হয় সটে আফগানিস্তান। সমগ্র বিশিবের লড়াই জাহিদীদের জন্ম বড় কাণ্ড খতি স্থানটি এখন আর ইরাক নয়, সটে আফগানিস্তান। ন্যাটোর পরাজয়ের সেন্ খুব বনতি হয়েছে বর্ধিতনের ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার প্ রখ্যা কলামিস্ট রবার্ট ফপি করে লেখাতেও। ২০০১ সালের অক্টোবরে মার্কিন বাহনী দেশটিকে দখলে নিয়েও শুরুতেই তারা বঝতে পারে দেশটিকে নিন্তরণে রাখা তাদের একা পক্ষে সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশটি নিন্তরণে দায়ভার চাপায় ন্যাটোর উপর। ফলে হাজারি করে প্ রায় ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সৈন্যকে। এখন দাবী উঠছে, আরো সৈন্য চাই। বাড়তি সৈন্য সংখ্যা বজিয়ে সম্ভাবনা কিতাদো বাড়াবে? পুরুষে মাছেরে সংখ্যা বাড়লে যেমন শিকারীর মস্ স্ শিকারে সুবিধা হয় তমেনা সুবিধা হবে তালবোনদের। সাবকে মার্কিন প্ রসেডিং টি জমি কার্টারের নরিপত তা বধিক পরামর্শ দাতা মবি বর্ডেনিসি কিলছেন, আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এতে আফগানদের ক্ রোধ বাড়বে।

হতাশা ফুটে উঠছে। এমনকি আফগানিস্তানে মার্কিন বাহনীর কমান্ডারেরে সাম্প্রতিকি বক্তব্যেও। তনি লিখেছেন, মাজাহদিদেরে নরিপদ আশ্রয়কনে দ্ রখ্য ও পাক-আফগান সীমান্ত দিয়ে তাদের তনু প্ রবেশ বন্ধ করতে না পারলে বজিয়ে অসম্ভব। মাজাহদিদেরে নরিপদ আশ্রয়কনে দ্ র বলতে তনি বঝিয়েছেন পাকিস্তানের সীমান্ত প্ রদেশে ও বলেচিসি তনকে। কনি তু সটে কি সম্ভব? সটে সম্ভব নয় বলেই নশিচতি বলা যায়, আফগানিস্তানে তাদের বজিয়েও অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর তার নজি সীমান্তে বশিল উগ্চু দেওয়া ও বৈদ্যুতিকি তারেরে বডো দিয়েও প্ রতিবেশী মকে সিকি। থেকে বতোইনী তনু প্ রবেশকারীদের প্ রবেশ একে দিনেরে জন্ম ও রুখতে পারনে। যে ম্যানুষ আটলান্টিকি বা প্ রশান্ত মহাসাগর অতিক্ রম করতে পারে তারা কিতাদি দেশেরে সীমান্ত ও অতিক্ রম করতে পারে না? প্ রতিবেশী হাজার হাজার মকে সিকি প্ রবেশ করছে যুক্তরাষ্ট্রেরে। আর পাক-আফগান সীমান্ত সম্ভূ মনিয়, সম্ভূ দ্ র-ঘেরোও নয়, বরং দ্ র গম পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্ গলে ঘেরা। ফলে এ সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বসি ত্ত পাহাড় পর্বতেরে কোন কোনা দিয়ে কে কতিবে প্ রবেশ করছে সটে কয়েকে লক্ষ সীমান্ত প্ রহরী দিয়েও করিখা সম্ভব? সটে দখলদার রুশ বাহনী পারনে। ভারত শাসনকালে বর্ধিতশিরাও পারনে। ন্যাটো বাহনীও পারছে না। তখচ ন্যাটো সে পাহারাদারকি দায়িত্ব চাপাচ্ছে পাকিস্তানের উপর। পাকিস্তানের সে অর্ধবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নাই। ভারতের সাথে তার নজিরে সীমান্ত পাহারা দতিই পাকিস্তান হিমিসীম খাচ্ছে। সম্প্ রতিকশমীর অশান্ত হওয়ায় তার দ্ রশ্চিন্তা আরো বড়েছে। ফলে তারা কনি নজি খরচে আফগান সীমান্ত পাহারা দবি? এটি তে। আফগান সরকার ও মার্কিনীদের কাজ। মার্কিনীদের চাপে তাদের তনু গত বন্ধু জনোরলে মেশাররফ তবুও বহু চেষ্টা করেছে, কনি তু পারনে। তখচ মেশাররফেরে সে বর্ধিত মার্কিন প্ রশাসন মনে নতি পারনে, বলছে যে মেশাররফ একাজে তান্ তরকি ছিল না। এখন তালবোনদের শক্তিবিধ্বরি জন্ম দেষ চাপিয়েছে পাকিস্তানের সরকার ও তাদের গে যেনে দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষেদকি বৃশ প্ রশাসনেরে ক্ ষেতে এতটাই বড়েছিল যে মেশাররফেরে অপসারণেও সায় দিয়েছে। পাকিস্তানেরে তভ্ ঘনতরে নজিরোই বহুবার বেমা বর্ধিত করছে এবং বহু নরিপরাধ নরীহ মনুষকে তালবোন বলে হত্যা করেছে। আর এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতকি আরো অস্থিতিশীল করেছে। পাকিস্তানেরে তভ্ ঘনতরে মার্কিন বেমা বর্ধিত পাকিস্তানেরে সার্বভৌমত্ব ঘটবে লংঘতি হলো। সটে পাকিস্তানেরে যে কনি সরকারেরে পক্ষে মনে নেওয়া অসম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারেরে পক্ষে তভ্ ঘনত কঠিন হয়েছে মার্কিনীদের পক্ষে নেওয়া। এতে তালবোন বাহনীর রকি রটমেন্ট ও সমর্থণ বড়েছে প্ রচন্ড ভাবে, এবং সটে বিঝা যাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেরে রণক্ ষতে রে। তালবোনরা যে শুধু আফগানিস্তানেরে ৭০% দখলে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

নয়িছে তাই নয়, পাকসি় তানরেও সীমান্ত প্ রদশে ও বলে চিস্ তানরে বশিল পাহাড়ী এলাক্ ঙা নজি দখলে নয়িছে।  
পাকসি় তানরে পুলশি বা প্ রশাসনরে কর্ মকর্ তাদরে প্ রবশে সথোনে তসম্ ভব। পাকসি় তান সনোবাহনীকিও যতে হয়  
হলেকিপ্ টার গানশপি ও ভারকিামান নয়িছে। সটেওি কয়কে দনিরে দখল জময়িে রাখার জন্ ঘ।

ন্ যাটে ার ব্ ঘর্ থতা প্ রকটি ভাবে প্ রকাশ পয়েছে। চলতিসিপ্ তাহে। দেশে রে গ্ রামীন এলাকা ঘে হাতছাড়া হয়ে গেছে তা নয়িে  
এমনকি ব্ শ-ব রাউন-সারকে ঘী চক্ ররেও দ্ বঘিত নহে। এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ রটিনে রে ডেইলী টলেগি় রাফও তা  
নয়িে দ্ বঘিত করনো। তবে তাদরে বশি় বাস ছলি, সয়গ্ র আফগানসি় তানরে উপর নয়িন্ ত্ রণ না থাকলেও তন্ ততঃ কাবুল ও তার  
আশপোশরে এলাকার উপর ন্ যাটে। নরিাপত্ তা প্ রতষ্টি ঠা করতে পরেছে। এ সপ্ তাহে প্ রমাণ হল, কাবুল রে ততকিাছেও তারা  
কতটা নরিাপত্ তাহীন। পাশ্ চাত্ য প্ রচার মাধ্ যম্ ছব্ ছিপছে, য়ে টি় সাইকলে, থে লা জপিে চেপে য়ে জাহদিগণ কভিাবে  
কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়-ে - যা পাকসি় তানে সীমান্ত রে দকিে যাওয়ার প্ রধান সড়ক - তার আশপোশে প্ রকাশ্ য়ে চলাফরে  
করে। গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সাযান্ য়ে দ্ ব্ ফ্ রান্ সরে ১০ জন সনৈকিক্ তারা হত্ যা করছে। এবং মারাত্ মক্ ভাবে  
আহত করছে ২১ জনক্। পরদকিে পাকসি় তান সীমান্ত থেকে মাত্ র ২০ মাইল দ্ ব্ বশিল মার্কনি ঘাটকি় ঘাম্ প সালমে রে  
সম্ য্ থ ভাগে হামলা হয়ছে। নহিত হয়ছে ১৩ জন যারা মার্কনিদেরে জন্ য করতে, আহত হয়ছে আরে। ২২ জন। গত ৭ই  
জুলাই বধি় বস্ ত হয়ছে কাবুল রে ভারতীয় দ্ তাবাস। স্ বে মা হামলায় মারা যায় ৪১জন।

তবে যতই বাড়ছে প্ রতরিে া ততই মারমু খী হচ্ ছে ন্ যাটে। বাহনী। গত ২০/০৮/০৮ তারখিে মার্কনি বাহনী হরিাত প্ রদশে রে  
সনিদান্ দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি় নাগরকিক্ হত্ যা করছে। নহিতদেরে যধ্ য়ে ১১ জন মহলিা এবং ৫০ জন শশি়। আর এ  
তথ্ য প্ রকাশ করছে আফগানসি় তানরে স্ বরাষ্ ট্ র দফতর। তবে আল-জাজরিা স্ থনীয় ব্ যক্ তদিরে বরাত দয়িে খবর  
দয়িছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনরেও বেশী। এখন আর শূ ধ্ তদন্ ত নয়, তারা দায়ী ব্ যক্ তদিরে শাস্ তি দাবী করছে। এর  
ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ ট্ মার্কনি বমিান হামলায় নহিত হয়ছে ১২ জন বসোমরকি় নাগরকি়। একমাত্ র গত ৮ মাসহে তারা ১  
হাজারে বেশী বসোমরকি় ব্ যক্ তকিে হত্ যা করছে। কথা হল, এম্ন হত্ যা পাগল মার্কনিরা আফগানসি় তানকে গণতন্ ত্ র  
ও উন্ নয়ন উপহার দবিে সটে কিকিউে বশি় বাস করবে? তন্ ততঃ আফগানরা সটে আর বশি় বাস করে না বলেই এখন তারা তাদরে  
থেকেই তারা ম্ ক্ তি চায়। আফগানদেরে কাছে জীবন বাঞ্চানই এখন বড় ইস্ য় হয়ে দাংড়য়িছে।

বলা হয়ে থাকে, নিউয়র্ ক ও পনে টাগণে ২০০১ সালরে ১ই সপে টম্ বর য়ে হামলা হয়ছিলি আফগানসি় তানে মার্কনি হামলার  
পরকিল্ পনা হয়ছিলি তারপর। কথাটি ঠিকি নয়। পরকিল্ পনা হয়ছিলি নব্ বইয়রে দশকহে। একথা সত্ য, স্ ভয়িে রাশয়িার  
লড়াইয়ে মার্কনি য়ে ক্ তরাষ্ ট্ র য়ে জাহদিদেরে সাহায্ য করছিলি। তবে স্ সাহায্ য নঃশর ত্ ব ছলি না। তাদরে আশা ছলি  
স্ ভয়িে রাশয়িার পরাজয়রে পর আফগানসি় তান তাদরে তন্ গত থাকবে। কনি তু তালবোনদেরে ক্ যমতায় যাওয়ায় মার্কনিদেরে  
স্ প্ রত্ যাশা প্ রণ হয়নি। আর এ কারণে তাদরে অপসারণও মার্কনিদেরে লক্ ষ্ য হয়ে দাংড়ায়। এবং সটে নিউয়র্ কে হামলার  
বহু প্ র্ বই। সটে কিনে গ্যে পন বসিয়ও ছলি না। নিউজ উইক্ ও ওয়াশিংটন প্ ষ্ টে তা নয়িে একাধকি় নবিন্ ধ ছাপা হয়ছে।  
ওয়াশিংটন প্ ষ্ টে রে প্ রথম প্ ষ্ টায় ছাপা হয়, স্ তাই এ সথোনে ১১১৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদেরে লক্ ষ্ য়ে কাজ  
করছিলি। ২০০১ সানরে ৩রা অক্ টে বর ওয়াশিংটন প্ ষ্ টে খবর ছাপে, ক্ লনি টন প্ রশাসন এবং পাকসি় তানরে প্ রধান  
মন্ ত্ রী নওয়াজ শরীফ ১১১১ সালহে বনি লাদনেক্ হত্ যার পরকিল্ পনা করছিলি। কনি তু সটে সিম্ ভব হয়নি। তার আগহে  
জেনোরলে য়ে শাররফ নওয়াজ শরীফক্ অপসারণ করনে। জেনোরলে য়ে শাররফ আর স্ পরকিল্ পনা নয়িে এগ্ য়নি। ইংল্ যান ডে  
থেকে প্ রকাশতি জেনে স্ ইন্ টারন্ য়াশনাল স্কিডি়রি ২০০১ সালরে ১৫ই মার্ চ প্ রকাশতি রপিে রে টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও  
রাশয়িার সহযে গতি নয়িে য়ে ক্ তরাষ্ ট্ র তালবোন সরকাররে অপসারণে চষ্ টা করে। এ লক্ ষ্ য প্ রণে য়ে ক্ তরাষ্ ট্ র  
তাজকিপি় তান ও উযবকপি় তানে অবস্ থতি তাদরে ঘাট্ থেকে নর্ দার্ ন ত্ য়ালয়নে সকে বিপি ল তস্ ত্ র জে গাতে থাকে।  
ওয়াল স্ ট্ রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভম্ বর খবর দয়ে, তালবোন সরকার হটানে রে লক্ ষ্ য়ে স্ তাই এ বছে নেয়  
মার্কনি য়ে ক্ তরাষ্ ট্ ররে সাবকে প্ রতরিক্ ষা উপদেষ্টা রবার্ট্ ম্ যাকফারলনেক্। তনি তালবিন বরিে য়ী সাবকে য়ে জাহদি  
নতো আব্ দুল হক্ ও আহম্ মদ শাহ্ মাস্ দকে বছে ননে এবং স্ পরকিল্ পনা হয়ছিলি টুইন টাওয়ার ধ্ বংস হওয়ার তনকে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

আগেই কনি তু মার কনিদরে সচেষ্টাও বর্ষ হয কারণ, এ দুইজনই নহিত হয তালবোন সরকারের হাতে আহমদে শাহকে হত্যা করত সোহাঘ্য করছেলি একজন আলজেরিয়ান মোজাহদি

তন্মুদরে ঘাড়ের তপ্ত রথে উদ্দেশ্য সাধনই মার কনিদরে প্রথম প্রায়েরটি লক্ষ্য, নজিদেরের তর্ক ও রক্তক্ষয় কমানো। কনি তু তালবোনদের বিরুদ্ধে সচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে নজিদেরেরই নামতে হয়েছে। এবং স্টেরি শুরুর ২০০১ সালের ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বিন্ধিত হওয়ার ১ মাস পর শুরুর তই ঘে ষাণ দয়িছেলি, হামলার লক্ষ্য আল-কায়দা নতো বনি লাদনে ও তালবোন নতো মেল্লা ওমরুরে গুরফতার এবং আল কায়দোক ধ্বংস করা। কনি তু বর্গিত প্রায় ৭ বছরে সচেষ্টা তর্ক জতি হয়নি। এখন তাদেরকে গুরফতার বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোম্বা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবশ্যিক কারণ হত্যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়কে লক্ষ্য নিরপরাধ মানুষ হত্যা। হাজার হাজার বোম্বা ফলেছে বসন্ত গৃহে, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্র দেশ পরণিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারেনি। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে ঘে নিয়ন্ত্রণ ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই। শূন্য বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্থল ও পণ্ডগু মানুষের সংখ্যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরণিত হয়েছে ন্যাটো-বরং বরতার প্রতীক। ৭ বছর আগে ঘে নিরপত্তা পতে এখন সচেষ্টা তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন করিজধানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণ জনসমর্থন। মাছ যমেন পানতি ইচ্ছামত সাংতার কাটে মোজাহদিরাও তমেনি জনসমর্থনের কারণে তপ্ত র কাংখে রাস্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে। আফগানিস্তানে মত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পতে হলে ঘে কন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হিতে হয়। তখন সচেষ্টা সাধারণ মুসলমান শূন্য মৌখিক সমর্থনই দিয়ে না; তর্ক, সময় এবং রক্তও দিয়ে। রুশদের বিরুদ্ধে স্টেরি প্রমানতি হয়েছে। এখন আবার স্টেরি দ্বিতীয়বার প্রমানতি হচ্ছে। ইসলামে নছিক যুদ্ধ বলে কন প্রতিনিব্দ নাই। ঘটেই আছে স্টেরি জ্বহাদ। মুসলমানের প্রতিনিব্দকে যমেন হালাল হতে হয়, তমেনি প্রতিনিব্দকে জ্বহাদ হতে হয়। সচেষ্টা লার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্রাণদান দুই থাক সামান্য তর্কদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না। এটি উপাচয়। এমন যুদ্ধে যাগ দিয়ে নছিক পশোদার বতেনভেগিও ধর্ম তে অঙ্ককারশূণ্য সচেষ্টা লারুরে। কনি তু জ্বহাদ সর্ব-মুসলমানের ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দর্গিদিক থেকে ছুটে আসে পণ্ডগপালের মত। তারা যাগ দিয়ে নজি-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জ্বহাদে মোজাহদিরা ছুটে এসেছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে। আফগানিস্তানে আজও স্টেরি হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন বর্ষকৃতিদের সংখ্যা কম নয় যারা নাযাঘ-রোযা, হজ্ব-যাকাতের পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জ্বহাদদের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে ও খুঁজে। এমন ক্ষেত্রে পরলে তারা নজি উদ্ঘেগে উড়ে আসে। ভৌগলিক বাধা কন বাধাই নয়। এজন্যই তালবোন বাহিনীতে লড়াকু মোজাহদিদের অভাব হচ্ছে না। রুশ বাহিনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহিনী সমস্যা হল তারা ইসলামের অতীত মৌলিক বিষয়কেও বুঝতে ভুল করছে। একটা মুসলিম দেশে তমুসলিম দখলদারি এবং গণহত্যা ঘে জ্বহাদদের বিশুদ্ধ বধেতা দিয়ে সচেষ্টা সামান্য জ্ঞান কি মার কনিদরে আছে? এ অজ্ঞতার কারণে বুঝতে পারে না, আফগানিস্তানের জ্বহাদে কন আরব, পাকিস্তানি, চচেনে, উজবেক বা উইগুর চাইনজি মোজাহদি লড়ছে। ভাবছে, সন্তরাপী বলে গালগিলাজ করলে বা গেষান তেনামো বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তমুসলিম দেশের ৭০ হাজার সনে ঘন্যাটে এর পতাকা তলে কাংখে কাংখ মলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তান। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসছে তন্মুদরে গেলার্ক ও বিশ্বে তন্মুদরে কণে থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভৌগলিক কন বাধাই সৃষ্টি করছে না। এমন প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ হলো তাদের রাজনীতি, প্রতিক্রিয়া ও পররাষ্ট্রনীতি। এর র্তাও গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খৃষ্টিবাদ। তখচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ, প্য়ান-খৃষ্টিবাদ ও তার প্রতীক ন্যাটোর ঘে কোবলোয় আফগানিস্তানে স্টেরি প্রবল কাজ করছে স্টেরি প্য়ান-ইসলামিজম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারখোর উর্ধে উঠে ঘে প্রতিক্রিয়া লড়াই তারা লড়ছে স্টেরি তাদের নছিক রাজনীতি নয়, পররাষ্ট্রনীতি নয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।



আফগানিস্তান তাকে ঘর কনি বাহিনীর যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো। তখন থেকেই মধ্য এশিয়ার তলে ও গ্যাসের খনতি যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তলে ও গ্যাস খনির পরিমাণ ৭৫% এখন ঘর কনিদের হাতে। সখলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ এলাকার তলে ও গ্যাস নিয়ে আগার জন্য আফগানিস্তানের উপর দৃষ্টি তারা তলে ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালবোনদের ক্রমতায় থাকার কারণে সটে পেম্ভ হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি অনিশ্চিত। সে ভয়িত রাশিয়ার দখলদারী মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবহিদদের ইনস্ট্রাকশন। সে ইনস্ট্রাকশন পরাচরিত দৃষ্টি ছিল জুবহিদী চতেনার। ইসলামের বর্ণিত আদর্শ যেকোন শক্তিশালী স্টেটের পরিমাণ তারা ময়দানে দৃষ্টি ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শ শক্তিশালী হিঁসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদিনা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বুক আর কোন দেশে এত মৌজাহিদ ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কোন ভৌগোলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষি মানুষ এখন এক মৌহনায় এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সে ভয়িত রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টারগেট রূপে বহু হয়েছিল ঘর কনি আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপ তালবোনদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের সবার্থ ও মূল্যবোধের পরে এটিকে তারা হুমকিরূপে মনে করলে। মুসলিম দেশগুলিতে ব্যতীত পুরাণদন্ড মূল্যবোধ, মদ্যপান শাস্তিহীন, নথিহীন হব নাচগান, উল্লেখ্যতা, বতোইনী হব সূদী শাসন ও কাঙ্ক্ষারবার - এমনটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্রাজ্যের বর্ণিত তার না হোক, তখন এগুলিকে তারা বর্ণিত করত চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বর্ণিতক অভিনয় মানচিত্রের আওতায় আনতে না পারলেও একটি অভিনয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বর্ণিত বর্ণিত তারা যখনে যায় মদ্যপান, ব্যতীত, সূদখেরীর ন্যায় তন্তু গ্যাসগুলো সাথে নিয়েই যায়। বর্ণিত বর্ণিত ৫৫টিরও বেশি মুসলিম দেশে গুলে লনিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাটাই নিরানন্দ হব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বর্ণিত বর্ণিত পরিচালনার পরিমাণকে বাধা রপ্ত করছিল তালবোনরা। শুধু আফগানিস্তানই নয়, তন্তু ঘন মুসলিম দেশেও। তালবোনদের উচ্চদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং সটেগোপন বর্ণিত ছিল না। ঘর কনি পুরসেডিনেট জরুরী এবং পুরাক্তন বর্ণিত পুরাণমন্ত্রী বর্ণিত বলছিলেন, এটাই হলো দুটি মূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সে মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। একই যুক্তিতে পুরসেডিনেট পদপত্র বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। বর্ণিত পুরাণমন্ত্রী বর্ণিত বলছেন, আফগানিস্তান হলো আগল ফ্রন্টলাইন। একই মত ফ্রান্সের পুরসেডিনেট ও জার্মান চ্যান্সেলরেরও। এভাবে এ যুদ্ধ ঘর কনি যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধ থাকবে। পরণিত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য খৃস্টান জগতের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জয়যুক্ত করতে গিয়ে পুরসেডিনেট বর্ণিত যুদ্ধে একবার ক্রসডে শব্দটি বর্ণিত হয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুতে বর্ণিত লাদেনকে হত্যা করা পরিমাণে বর্ণিত বর্ণিত করা হলেও আজ আর সটেগি যুদ্ধে আনা হয় না। এখন সটেগি শরিয়ত আইনের উচ্চদে, জুবহিদী ইসলামের বর্ণিত। তালবোনদের অপরাধ শুধু এ নয় যা তারা বর্ণিত লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত পুরাণ করা। এবং জহোদকে বর্ণিত করছিল।

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শুধু সামরিক নয়; আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক। ইসলামের মৌলিক বর্ণিত বাসগুলোকে মৌলবাদ বললে গুলে বর্ণিত বর্ণিত ফলে তারা শুধু বর্ণিত বর্ণিত, টাংক ও গেলার বর্ণিত নইলেই সখোনে হাজরি হয়নি, হাজরি হয়েছে শক্তিশালী পরিচালনা মধ্য, স্কুলের মডেলের স্কুল, মদ, অশ্লীল ভারতীয় ও হলডিডের ছায়াছবি ও অশ্লীল স্কুলের এনজিও নইলেও। এনজিওগুলো বাংলাদেশের মহিলাদের যখন রাস্তায় নামিয়েছে এবং লেন দেওয়ার নামে সূদখওয়ার ন্যায় তন্তু জঘন্য হারাম কাজকে সাংস্কৃতিক বর্ণিত ফলেছে সটেগি তারা আফগানিস্তানেও করতে চায়। ইসলাম এমনকি ইজবেরে ন্যায় ফরয কাজেও মহিলাদের একাকী ঘেতে দেয় না। তখচ এনজিও গুলি মহিলাদের একাকী গাছ পাহারায় নামিয়েছে, দেকানে বসিয়েছে। যুদ্ধে মূল্যবোধের কারণে ঢাকা বা মুম্বাইয়ে পততিবর্ততি বা ব্যতীত যখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয় বর্ণিত আইনসিদ্ধ একটি পেশা, সটেগি তারা আফগানিস্তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পণ্যের ন্যায় নারী দেককেও সহজে কনো-বচোর পণ্যে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে ব্যতীতদের পাথর মেরে হত্যার কেরআন আইন অমানবিক। তালবোনদের পরাজয়ের পর বর্ণিত শক্তিতাই যেষা দিয়েছিল, আর যাই হোক শরিয়তের আইন তারা পুরাণ করা করতে দবে না। হামলার লক্ষ্য যখনে নথিক বর্ণিত লাদেন ও মৌল্লা ওমরকে হত্যা নয় বর্ণিত ইসলামের বর্ণিত ও মূল্যবোধের নথিক মূল সটেগি সদিনে পুরাণ পয়েছিল। তাদের কথা, ইসলামকে জহোদ মুক্ত করতে হব। কারণ, এ জহোদী চতেনাই পাশ্চাত্যের আধিপত্য বর্ণিত বড় বাধা। জহোদী চতেনার শক্তিতারা সচক্রে দেখেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। দেখেছে লবোননে। যেষে ইসরাইলী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মশির, সরিয়া ও জরদানের মলিতি বাহিনী এক সপ্তাহ টকিতে পারনে। সে ইসরাইলী বাহিনীকে তনি সপ্তাহব্যাপী রাখছে

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল  
Monday, 03 January 2011 17:28 -

---

হজিবুল্লাহ্ একই শক্তিবলে হামাস ইসরাইলীদের বতিড়তি করেছে গাজা থেকে। এ জব্বাহিদী চতেনা-সম্পন্ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মুসলমানরো কোন ধরণের অস্ত্র বানাবে বা ব্যবহার করবে সটেঘিমে নরিধারণ করতে চায় তমেনি ইসলামের কোন শক্তি থাকে গ্রহন করবে বা বর্জন করবে সটেগি তারা নরিধারণ করে দতি চায়। আফগানসি তানে ন্যাটারে ঘুদুধ কোন জাতয়িতাবাদী শক্তরি বরিদুধে নয়, কোন জাতীয় সরকারে বরিদুধেও নয়। বরং সটেগিহিলো ইসলাম ও ইসলামি মূল্যবোধে বরিদুধে। এখাই তালবোনদের বড় সাফল্য। পপ্রিলও সটেগি পারনে। কাশ্মীরীরাও এ যাবত পারনে। (অবশ্য কাশ্মীরীরা ইদানিং জাতয়িতাবাদ ছড়ে ইসলামের দকি আসছে। তারা এখন শ্লেগান দটিছে ‘আজাদীকা মতলব কয়্যা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’) অথচ তালবোনরা এ ঘুদুধকে ইসলাম ও অনসৈলামের ঘুদুধে পরণিত করেছে। পরণিত করেছে স্কেলারজিয় ও জাতয়িতাবাদমুক্ত এক নরিভজোল জব্বাহিদে। এমন ঘুদুধে মহান আল্লাহও তাদের পক্ষে হয়ে যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিগি হয়েছিলি। তালবোনদের বশিবাস, আল্লাহর সাহায্য ও বজিয়তো এ পথেই সুনশিচতি হয়। কথা হলো, ন্যাটারে বমিয়নগুলো আফগানদের অসংখ্য বাড়ী-ঘর ও দোকানপাট গুড়িয়ে দতি পারলেও এ বশিবাসকে তাক করে কটিকটিগে লাও ছুড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮